ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে হামলার সাথে সম্পর্কিত 51 জনের মৃত্যুর বিষয়ে করোনিয়াল ইনকোয়ারির পরিধির উপর করোনার উইন্ডলির সিদ্ধান্তে সহায়তা[1]

পরিধির সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য এবং পটভূমি

ইনকোয়ারির বিষয়গুলোর পরিধি হিসেবে করোনার উইন্ডলির সিদ্ধান্ত (**পরিধির সিদ্ধান্ত**) 15 মার্চ 2019 তারিখে ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে হামলার ফলে মারা যাওয়া 51 জনের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে যার উপর এবং যার কারণগুলির বিষয়ে করোনিয়াল এখতিয়ারে তদন্ত করা হবে।

পরিধির সিদ্ধান্তটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পরে এসেছে যা হামলার দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্বেগের বিষয়গুলো এবং যেগুলো করোনিয়াল এখতিয়ারের অধীনে তদন্ত করা যেতে পারে এবং করা উচিত তা চিহ্নিত করতে ডিসেম্বর 2020 সালে মুখ্য করোনার, জজ মার্শাল দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ায় জজ মার্শালের 28 অক্টোবর 2021-এর মিনিট অন্তর্ভুক্ত ছিল যেটাতে তাকে 56টি বিষয় বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং যেগুলোর মধ্যে কোনটি করোনিয়াল ইনকোয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত করা যেতে পারে এবং করা উচিত বলে তিনি বিবেচনা করেন তার একটি অস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করেছিল। করোনার উইন্ডলি 2021 সালের নভেম্বরে ইনকোয়ারির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তারপরে এই বিষয়ে আরও লিখিত দাখিলা জমা পড়েছিল। করোনার উইন্ডলি যাতে পরিধির উপর যেকোনো অতিরিক্ত মৌখিক দাখিলা শুনতে পান তার জন্য 22 - 24 ফেব্রুয়ারি 2022-এর মধ্যে একটি শুনানি আয়োজন করা হয়েছিল।

15 মার্চ 2019 এর নৃশংসতা নিউজিল্যান্ডে নজিরবিহীন ছিল, এবং এই ইনকোয়ারির আকার ও প্রকৃতিও নজিরবিহীন। তদন্তটি এই ক্ষেত্রেও অনন্য যে এটি একটি ফৌজদারি বিচার এবং একটি রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারি (**রয়্যাল কমিশন**) উভয়কেই অনুসরণ করেছে যার একটি বিস্তৃত আদেশ ছিল হামলার বিষয়ে তদন্ত করার এবং তথ্য অনুসন্ধান করার এবং তার পাশাপাশি ভবিষ্যতের হামলা প্রতিরোধে নির্দেশিত সুপারিশ প্রদান করার।

বর্তমানে 119 জন ব্যক্তি এবং সংস্থা রয়েছে যাদের করোনিয়াল ইনকোয়ারিতে আগ্রহী পক্ষ হিসাবে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা রয়েছে। এই আগ্রহী পক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা, গুলিতে আহত ব্যক্তিরা বা অন্যথায় হামলার প্রত্যক্ষদর্শীরা, এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে স্বীকৃত সংস্থাগুলো।

পরিধির উপর এই সিদ্ধান্তের অত্যন্ত গুরুত্বের সাক্ষ্য হলো আগ্রহী পক্ষগুলোর উচ্চ স্তরের অংশগ্রহণ এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যাপক দাখিলা জমা।

পরিধির সিদ্ধান্ত কী কী কভার করে?

পরিধির সিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে:

- করোনিয়াল ইনকোয়ারির সাথে হামলার বিষয়ে ইতিমধ্যে হওয়া অন্যান্য তদন্ত যেমন ফৌজদারি বিচার এবং রয়্যাল কমিশনের প্রেক্ষাপট এবং প্রাসঙ্গিকতা;
- করোনারদের আইন 2006 এর প্রাসঙ্গিক অংশ এবং মামলার আইনি নীতিগুলো যা একজন করোনারকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে একটি করোনিয়াল ইনকোয়ারি কী কী বিষয় দেখতে পারে এবং দেখা উচিত;
- আগ্রহী পক্ষগুলো করোনারকে যে অস্থায়ী সমস্যাগুলি তদন্ত করার অনুরোধ করেছে তা মূল্যায়ন করার জন্য একটি একত্রিত পদ্ধতি; এবং
- করোনিয়াল ইনকোয়ারি কোন বিষয়গুলি দেখবে, এবং কেন।

[1] এই সহায়তা নথির উদ্দেশ্য হল আগ্রহী পক্ষ এবং অন্যদের পরিধির সিদ্ধান্তের মূল দিকগুলি বুঝতে সাহায্য করা। পরিধির সিদ্ধান্তটি পরিধির বিষয়ে করোনার উইন্ডলির আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হিসেবে ঠাহর হবে এবং পরিধির সিদ্ধান্ত এবং এই সহায়তা নথির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকলে, পরিধির সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পাবে।

করোনারদের আইন 2006 একটি করোনিয়াল ইনকোয়ারির উদ্দেশ্য স্থাপন করে; সেই উদ্দেশ্যগুলো এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মৌলিক যে একটি করোনিয়াল ইনকোয়ারির কোন বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া উচিত। এই ইনকোয়ারির সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্যগুলো হল:

- যারা মারা গেছেন তাদের প্রত্যেকের পরিচয়, প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ কী ছিল এবং তারা কী পরিস্থিতিতে মারা গেছেন তা প্রতিষ্ঠা করা (যদি সম্ভব হয়); এবং
- অনুরূপ পরিস্থিতিতে আরও মৃত্যুর সম্ভাবনা কমাতে পারে এমন মন্তব্য বা সুপারিশ করা (s 57A অনুযায়ী)।

কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে একজন করোনারের বিস্তৃত বিচক্ষণতা থাকে। মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় একজন করোনারের তদন্তের বিষয় হবে না; কোনো এক জায়গায় সীমারেখা টানতে হবে। এমন কিছু বিষয় থাকবে যা মৃত্যুর কারণ নয় বা যেটির মৃত্যুতে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। একজন করোনারকে ইনকোয়ারির পরিধি নির্ধারণে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কী কী প্রয়োজনীয়, কাম্য এবং আনুপাতিক।

পূর্ববর্তী ফৌজদারি বিচার বা রয়্যাল কমিশনের প্রক্রিয়া চলাকালীন উত্থাপিত বিষয়গুলো যে পরিমাণে ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা একটি কারক যা করোনারকে তার বিচক্ষণতা অনুশীলন করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। তবে এটি এমন একটি কারক যা ইনকোয়ারির পরিধি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে করোনারের কাছে আগ্রহী পক্ষগুলোর জমা দেওয়া দাখিলাগুলো গঠনে অবধারিতরূপে একটি দৃঢ় প্রভাব ফেলেছে। কিছু আগ্রহী পক্ষ এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে রয়্যাল কমিশনের তদন্ত মূলত অপ্রকাশ্যে করা হয়েছিল এবং এটি যে প্রমাণ প্রাপ্ত করেছিল তার জন্য এখন প্রযোজ্য আদেশগুলি সহ, তারা রয়্যাল কমিশনের অনুসন্ধানের পিছনের প্রমাণগুলো দেখতে এবং বিবেচনা করতে পারেননি, এবং তারা মনে করেন যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো উত্তরহীন রয়ে গেছে।

এই তদন্তে রয়্যাল কমিশনের প্রাসঙ্গিকতা পরিধির শুনানিতে ব্যাপক আলোচনার বিষয় ছিল এবং একইভাবে পরিধির সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে।

কোন বিষয়গুলো তদন্ত করা হবে?

মৃত্যুর কারণ(গুলো) - পরিধির মধ্যে রয়েছে

প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ(গুলো) হবে এমন একটি বিষয় যার উপর করোনারকে (যদি সম্ভব হয়) একটি অনুসন্ধান করতে হবে এবং তাই এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তদন্তের একটি বিষয় হবে।

হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে জরুরি প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলো - পরিধির মধ্যে রয়েছে

কিছু বিষয় যা মৃত্যুর বিস্তৃত পরিস্থিতির সাথে পর্যাপ্তভাবে সম্পর্কিত কিন্তু রয়্যাল কমিশন দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি এবং ফৌজদারি বিচারে কেবল সীমিতভাবে কভার করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলোকে করোনিয়াল ইনকোয়ারির অংশ হিসাবে তদন্ত করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে হামলার শুরু থেকে শুরু করে জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং পুলিশ কর্তৃক মিঃ ট্যারান্টের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার শেষ হওয়া পর্যন্ত 15 মার্চ 2019-এর ঘটনাগুলি। এই সময়সীমার ভিতরে তদন্তের বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে মিঃ ট্যারান্ট সেই দিনে অন্যদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেয়েছিলেন কিনা, জরুরি প্রতিক্রিয়ার প্রচেষ্টাগুলো, এবং সেই প্রতিক্রিয়া মৃত ব্যক্তিদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনার উপর কোনো প্রভাব ফেলেছিল কিনা।

মিঃ ট্যারান্টের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স - পরিধির মধ্যে রয়েছে

মিঃ ট্যারান্ট কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছিলেন তা আগ্রহী পক্ষগুলোর জন্য একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এটি এমন একটি বিষয় যা করোনার তদন্ত করবেন। এই বিষয়টি, এবং সাধারণভাবে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সিং আইন এবং প্রক্রিয়াগুলি এমন বিষয় ছিল যা রয়্যাল কমিশন দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল। তবে, মিঃ ট্যারান্টের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স এবং কীভাবে তিনি 51 জনের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন তার মধ্যে যোগসূত্র সম্পর্কে উৎস প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত, আগ্রহী পক্ষগুলোর দেখার এবং বিবেচনা করার জন্য উপলব্ধ হয়নি তবে এখন করোনিয়াল ইনকোয়ারির অংশ হিসাবে উপলব্ধ করা যেতে পারে। যদি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স এবং হামলার মধ্যে

একটি কারণসূচক যোগসূত্র টানা যায়, তাহলে এটি করোনারকে রয়্যাল কমিশনের দেওয়া প্রাসঙ্গিক সুপারিশগুলি বাস্তবায়নে কী অগ্রগতি হয়েছে তা মূল্যায়ন করতে সক্ষম করবে।

সোশ্যাল মিডিয়া/অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে মিঃ ট্যারান্টের মৌলবাদী হয়ে ওঠা - পরিধির মধ্যে রয়েছে

সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি মিস্টার ট্যারান্টের মৌলবাদী হয়ে ওঠার পিছনে কতটা অবদান রেখেছিল তা হল আরেকটি বিষয় যা আগ্রহী পক্ষগুলো বিশেষ উদ্বেগের বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মিঃ ট্যারান্টের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার রয়্যাল কমিশন দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল যদিও এটি ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়া বা অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারীদের তদন্ত করা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ এবং রয়্যাল কমিশনের তদন্তের কেন্দ্রবিন্দু ছিল হামলার আগের দুই বছরের সময়টি এবং তারা মিঃ ট্যারান্টের অনলাইন কার্যকলাপ পুনর্গঠনে সীমিত সাফল্য পেয়েছিলেন, সম্ভবত সেই কার্যকলাপটি গোপন করার তার প্রচেষ্টার কারণে। তবে, তিনি 2017 সালের মধ্যেই মৌলবাদী হয়ে গিয়েছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

করোনার 2014 থেকে 2017 এর আগের সময়কালের উপর বিশেষ মনোনিবেশ করে তার অনলাইন কার্যকলাপের মাধ্যমে মিঃ ট্যারান্টের

মৌলবাদী হয়ে ওঠার প্রমাণ আছে কিনা তা তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়নি। এটি করায়, করোনার স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে যদিও কোনো সন্দেহ নেই যে মিঃ ট্যারান্ট হামলার আগের বছরগুলিতে গুরুতরভাবে মৌলবাদী হয়ে উঠেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কারণগুলি কাজ করেছিল তার সঠিক সংমিশ্রণ এবং গুরুত্ব আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব হবে না। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি কীভাবে কাজ করে বা নিয়ন্ত্রিত হয় সে বিষয়ে বিমূর্তভাবে করোনার তদন্ত শুরু করতে পারবেন না। কোনো নির্দিষ্ট অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা প্রভাবকে মিঃ ট্যারান্টের মৌলবাদী হয়ে ওঠার সাথে (এবং সেই কারণে হামলার সাথে) পর্যাপ্ত কার্যকারণে (এবং পরিমাণগতভাবে) জড়িত থাকার বিষয়ে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য রয়্যাল কমিশন যা করেছে তার চেয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রামাণিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। তাই বলে, একটি পর্যাপ্ত কার্যকারক লিঙ্ক স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে এমন সম্ভাবনাকে প্রথমে অতিরিক্ত অনুসন্ধান না করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে ইনকোয়ারিতে একটি প্রগতিশীল পন্থা অবলম্বন করা হবে। মিঃ ট্যারান্টের অনলাইন কার্যকলাপের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হাতে পাওয়ার পর, এবং এটি তার মৌলবাদী হয়ে ওঠার সাথে প্রয়োজনীয় কার্যকারণ লিঙ্ক প্রদর্শন করে কিনা তা সাপেক্ষে, তদন্তের এই দিকটিকে আরও অগ্রসর করা হবে কিনা সে বিষয়ে আরও বিবেচনা করা হবে।

বৃহত্তর সম্প্রদায় শনাক্তকরণ এবং অন্যদের মধ্যে সহিংস চরমপন্থার ঝুঁকির প্রতিক্রিয়া - পরিধির মধ্যে রয়েছে

রয়্যাল কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে মিঃ ট্যারান্টকে থামানোর (অপেক্ষাকৃত কয়েকটি) উপায়ের মধ্যে একটি হতে পারত যদি কেউ লক্ষণগুলি লক্ষ্য করত যে সে সহিংসভাবে মৌলবাদী হয়ে উঠেছে এবং হস্তক্ষেপ করত। এটির উপর ভিত্তি করে, করোনার প্রতিরক্ষার সেই রেখাটির উপর নজর দেবেন যা বিস্তৃত সম্প্রদায়টি ভবিষ্যতে প্রতিরোধের একটি উপায় হিসাবে প্রদান করতে পারে। ইনকোয়ারির এই দিকটি প্রকৃত বা আসন্ন মৌলবাদের লক্ষণ এবং/অথবা উপসর্গগুলি সম্পর্কে তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎসগুলোর দিকে নজর দেবে, যেহেতু এটি কোনো ব্যক্তি বা কোনো শনাক্তযোগ্য গোষ্ঠীকে, এবং ব্যবহারিক স্তরে, লোকেরা বা সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলো তাদের পরিচিত কারো মধ্যে সহিংস চরমপন্থার ঝুঁকি শনাক্ত করলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন তা প্রভাবিত করতে পারে।

গোয়েন্দা এবং সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থাগুলোর দ্বারা হাতছাড়া করা সুযোগগুলো – পরিধির বাইরে

আগ্রহী পক্ষগুলো গোয়েন্দা এবং সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থাগুলো বিশেষ করে হামলা প্রতিরোধ করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেছে কিনা তা তদন্ত করতে করোনারকে অনুরোধ করেছেন। এটিও এমন একটি বিষয় ছিল যা রয়্যাল কমিশন দ্বারা ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং অনুসন্ধান এবং সুপারিশ উভয়ের বিষয় ছিল। করোনার ইনকোয়ারির বিষয়গুলো থেকে এটিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর একটি মূল কারণ হল সেই বিষয়টির ভীতে থাকা মূল প্রমাণের নিরাপত্তা সংবেদনশীল প্রকৃতির কারণে খুব সম্ভবত করোনিয়াল ইনকোয়ারি আগ্রহী পক্ষগুলোকে সেই প্রমাণগুলোতে এর চেয়ে বেশি অ্যাক্সেস দিতে পারবে না। করোনারকেও অন্যথায় এবিষয়ে জোর করা হয়নি যে করোনিয়াল এথতিয়ারে একটি ইনকোয়ারি বস্তুগতভাবে ফলাফল এবং সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যাক।

এমন বিষয়গুলো যা খুব অনুমানমূলক বা দূরবর্তী – পরিধির বাইরে

করোনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কিছু বিষয় খুব অনুমানমূলক, মৃত্যুর কারণ বা পরিস্থিতি থেকে দূরবর্তী, বা অন্যথায় এই এথতিয়ারে যুক্তিসঙ্গত তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত নয়। এর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক ভ্রমণের মাধ্যমে মিঃ ট্যারান্টের মৌলবাদী হয়ে ওঠা, মূল রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাত নিয়ে উদ্বেগ, সামাজিক সংহতি এবং নিউজিল্যান্ডের অভিবাসন নীতি। মৃত্যুর পরের বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলোকে তদন্ত থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ সেগুলো করোনারের আইনী এথতিয়ারের বাইরে পড়ে।

পরিধির মধ্যে থাকা বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ

পরিধির সিদ্ধান্তের *পরিশিষ্ট A* তে প্রতিটি বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা ইনকোয়ারির পরিধির মধ্যে রয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং যেখানে প্রযোজ্য, সেই বিষয়গুলো এমন অস্থায়ী বিষয়গুলোর সাথে ক্রস-রেফারেন্স করা হয়েছে যেগুলো নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে আগ্রহী পক্ষগুলো দাখিলা দিয়েছিল, যেমনটা জজ মার্শালের অক্টোবর 2021-এর মিনিটে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সারসংক্ষেপে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো করোনাি়য়াল ইনকোয়ারির পরিধির মধ্যে রয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তদন্তের জন্য এগিয়ে নেওয়া হবে:

- হামলার ফলে মারা যাওয়া 51 জনের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ(গুলি)।
- হামলার শুরু থেকে শুরু করে জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং পুলিশ কর্তৃক মিঃ ট্যারান্টের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার শেষ হওয়া পর্যন্ত 15 মার্চ 2019-এর ঘটনাগুলি। এই সময়সীমার ভিতরে তদন্তের বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে মিঃ ট্যারান্ট সেই দিনে অন্য লোকেদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেয়েছিলেন কিনা, জরুরি প্রতিক্রিয়ার প্রচেষ্টাগুলো, এবং সেই প্রতিক্রিয়া মৃত ব্যক্তিদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনার উপর কোনো প্রভাব ফেলেছিল কিনা।
- মিঃ ট্যারান্টের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া, লাইসেন্সটি হামলার সাথে যুক্ত হতে পারে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে তখন থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্সিং ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন কার্যকর করার স্থিতি।
- মিঃ ট্যারান্ট তার অনলাইন কার্যকলাপের মাধ্যমে স্পষ্টতই মৌলবাদী হয়ে উঠেছিলেন কিনা, বিশেষ করে 2014 থেকে 2017 এর সময়ের উপর মনোনিবেশ সহ।
- অন্যদের মধ্যে সহিংস চরমপন্থার ঝুঁকি শনাক্ত করার এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর সম্প্রদায়ের ক্ষমতা।

পরবর্তী ধাপগুলো এবং ইনকোয়েস্ট শুনানির ইঙ্গিত

পরিধির সিদ্ধান্তে নিম্নলিখিত পরবর্তী ধাপগুলো রেকর্ড করা হয়েছে:

- বিষয়গুলির উপর যেহেতু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, এবার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও প্রমাণ শনাক্ত করতে এবং আগ্রহী পক্ষগুলিকে তা প্রদান করতে এবং যদি থাকে, তবে আরও কী কী তদন্ত করা এবং কী কী প্রমাণ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করার জন্য করোনিয়াল ইনকোয়ারি মূল ইনকোয়ারির পর্যায়ে অগ্রসর হচ্ছে।

- পরিধির সিদ্ধান্তের *পরিশিষ্ট A*-এর বিষয় 1-9 যা 15 মার্চ 2019 এর ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত যা মসজিদে হামলায় পরিণত হয়েছিল, প্রাথমিক পুলিশ তদন্ত প্রচেষ্টা সহ সেই ঘটনাগুলির জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং মৃত ব্যক্তিদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কোরোনিয়াল ইনকোয়ারির অংশ হিসাবে একটি ইনকোয়েস্ট শুনানির প্রয়োজন রয়েছে। এতে শপথের অধীনে এই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত প্রমাণের শুনানি এবং পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। **ওই ইনকোয়েস্ট শুনানির কোনো তারিখ এখনো পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি**। স্বাভাবিক প্রি-ইনকোয়েস্ট কনফারেন্সিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে যথাসময়ে একটি তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

- ইনকোয়ারির অন্যান্য বিষয়গুলোরও ইনকোয়েস্ট শুনানির ফোরামে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে কিনা তা এই সময়ে জানা নেই। কোনো অতিরিক্ত ইনকোয়েস্ট শুনানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাস্তব ইনকোয়ারির পর্যায়টি আরও অগ্রগতি হওয়ার পরে নেওয়া হবে।